প্রতারক চক্রের প্রলোভন বা প্ররোচনামূলক কাজের নমুনা এবং কিছু ঘটনার উদাহরণ

Digital Literacy Center

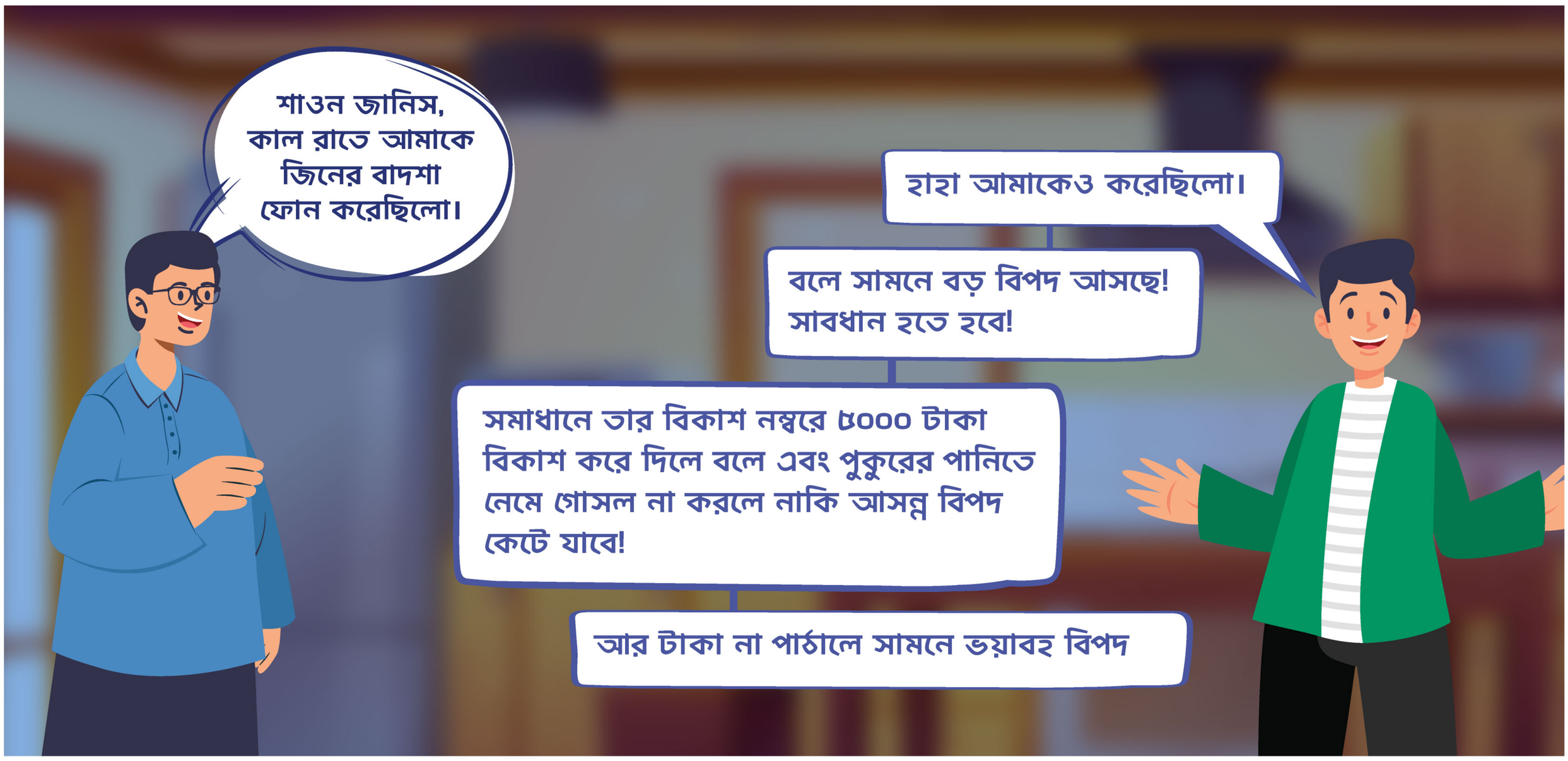
শাওন জানিস, কাল রাতে আমাকে জিনের বাদশা ফোন করেছিলো।
হাহা আমাকেও করেছিলো।
বলে সামনে বড় বিপদ আসছে! সাবধান হতে হবে!
সমাধানে তার বিকাশ নম্বরে ৫০০০ টাকা বিকাশ করে দিলে বলে এবং পুকুরের পানিতে নেমে গোসল না করলে নাকি আসন্ন বিপদ কেটে যাবে!
আর টাকা না পাঠালে সামনে ভয়াবহ বিপদ

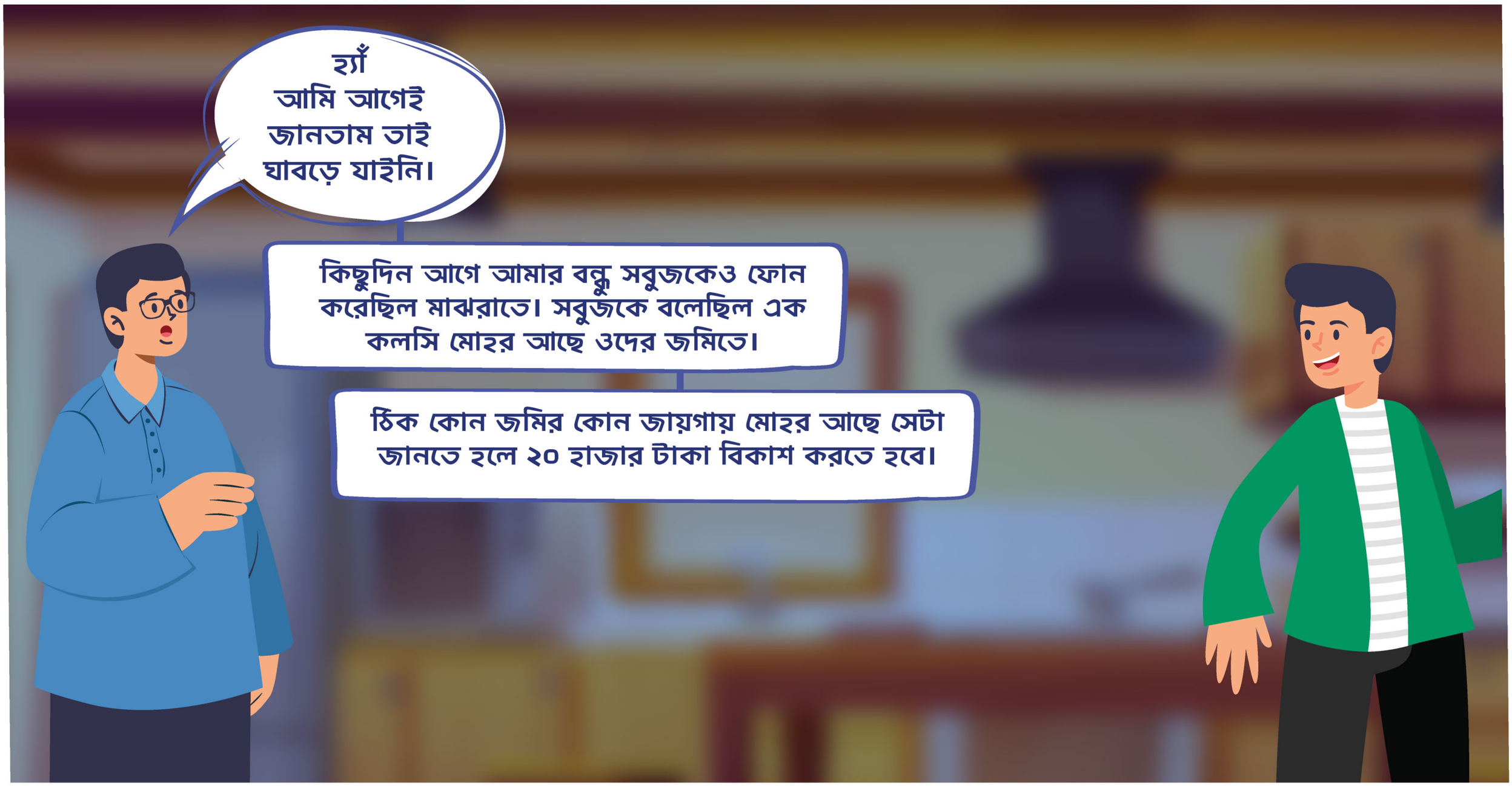
হ্যাঁ আমি আগেই জানতাম তাই ঘাবড়ে যাইনি।
কিছুদিন আগে আমার বন্ধু সবুজকেও ফোন করেছিল মাঝরাতে। সবুজকে বলেছিল এক কলসি মোহর আছে ওদের জমিতে।
ঠিক কোন জমির কোন জায়গায় মোহর আছে সেটা জানতে হলে ২০ হাজার টাকা বিকাশ করতে হবে।

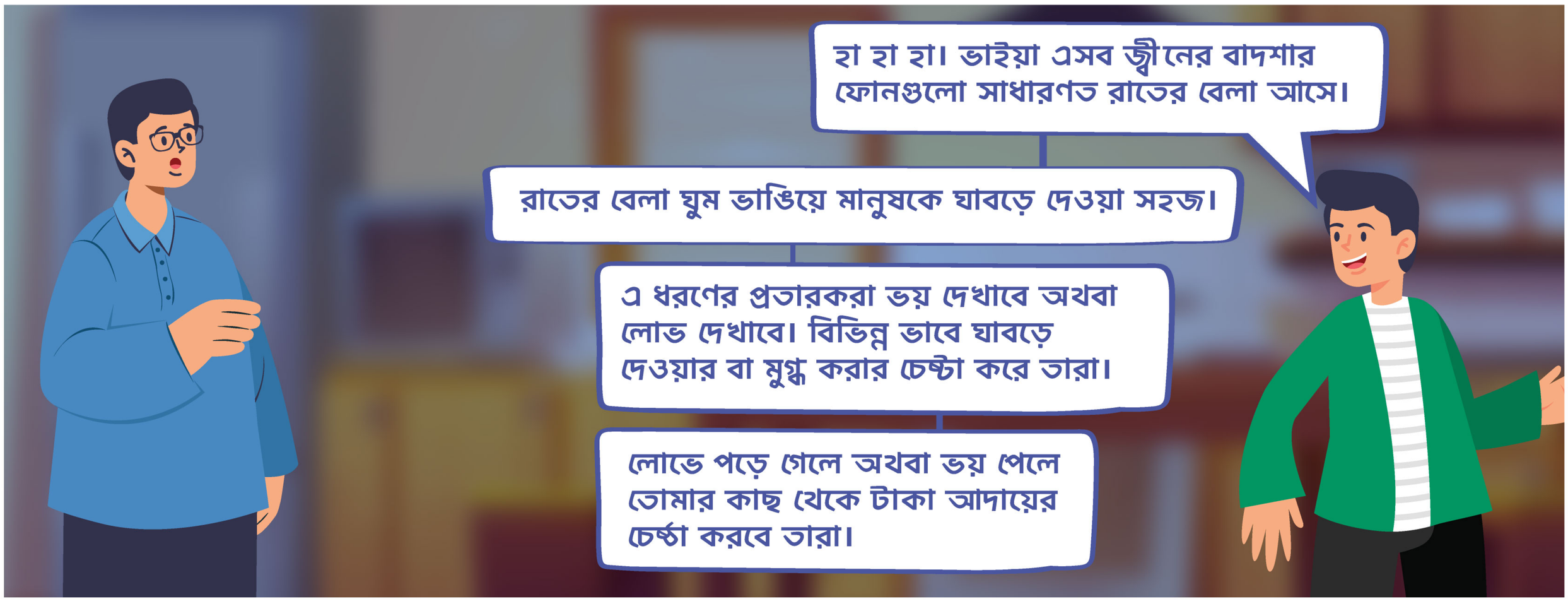
হা হা হা। ভাইয়া এসব জ্বীনের বাদশার ফোনগুলো সাধারণত রাতের বেলা আসে।
রাতের বেলা ঘুম ভাঙিয়ে মানুষকে ঘাবড়ে দেওয়া সহজ।
এ ধরণের প্রতারকরা ভয় দেখাবে অথবা লোভ দেখাবে। বিভিন্ন ভাবে ঘাবড়ে দেওয়ার বা মুগ্ধ করার চেষ্টা করে তারা।
লোভে পড়ে গেলে অথবা ভয় পেলে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে তারা।

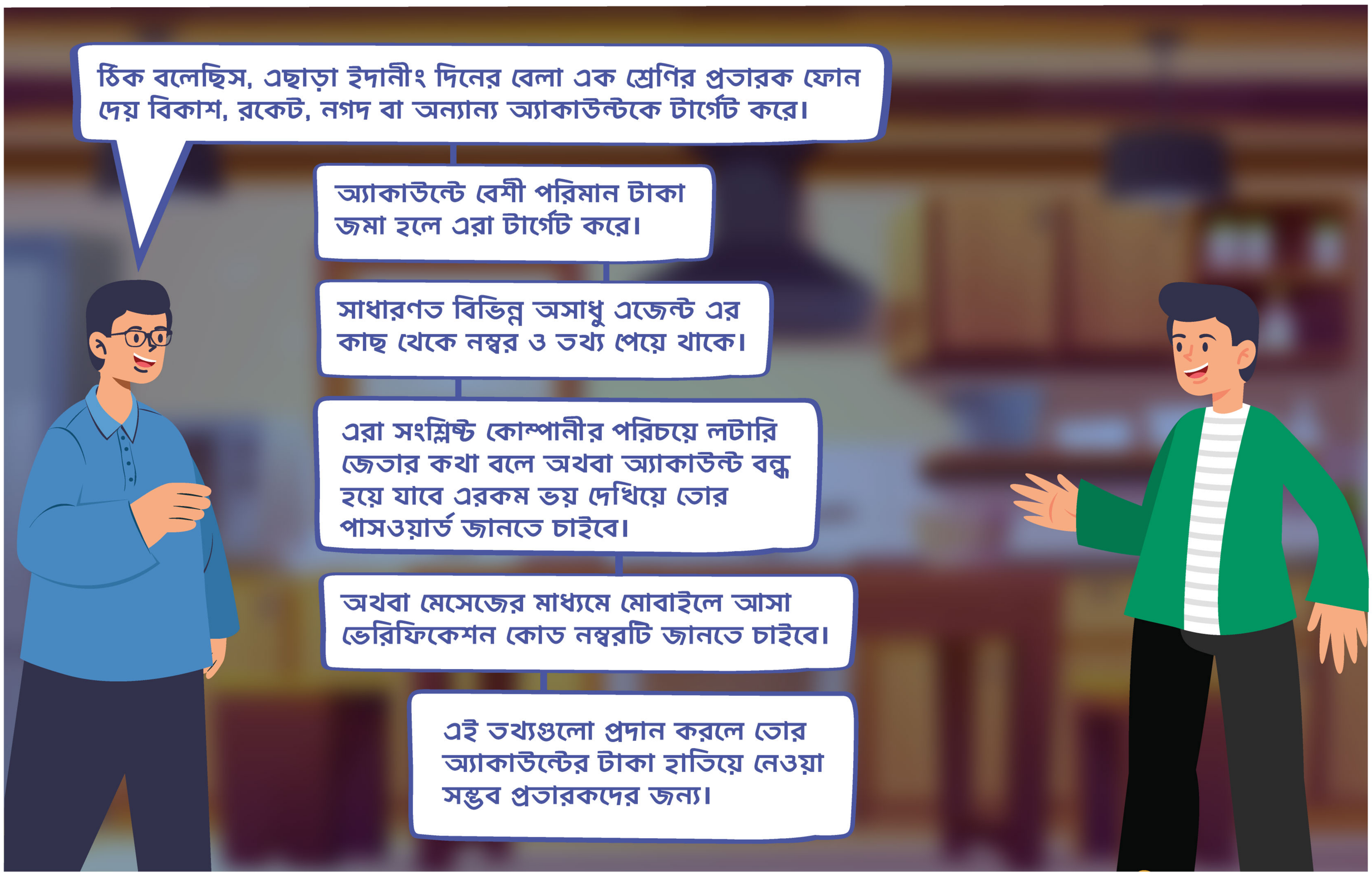
ঠিক বলেছিস, এছাড়া ইদানীং দিনের বেলা এক শ্রেণির প্রতারক ফোন দেয় বিকাশ, রকেট, নগদ বা অন্যান্য অ্যাকাউন্টকে টার্গেট করে।
অ্যাকাউন্টে বেশী পরিমান টাকা জমা হলে এরা টার্গেট করে।
সাধারণত বিভিন্ন অসাধু এজেন্ট এর কাছ থেকে নম্বর ও তথ্য পেয়ে থাকে।
এরা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পরিচয়ে লটারি জেতার কথা বলে অথবা অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে এরকম ভয় দেখিয়ে তোর পাসওয়ার্ড জানতে চাইবে।
অথবা মেসেজের মাধ্যমে মোবাইলে আসা ভেরিফিকেশন কোড নম্বরটি জানতে চাইবে।
এই তথ্যগুলো প্রদান করলে তোর অ্যাকাউন্টের টাকা হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব প্রতারকদের জন্য।

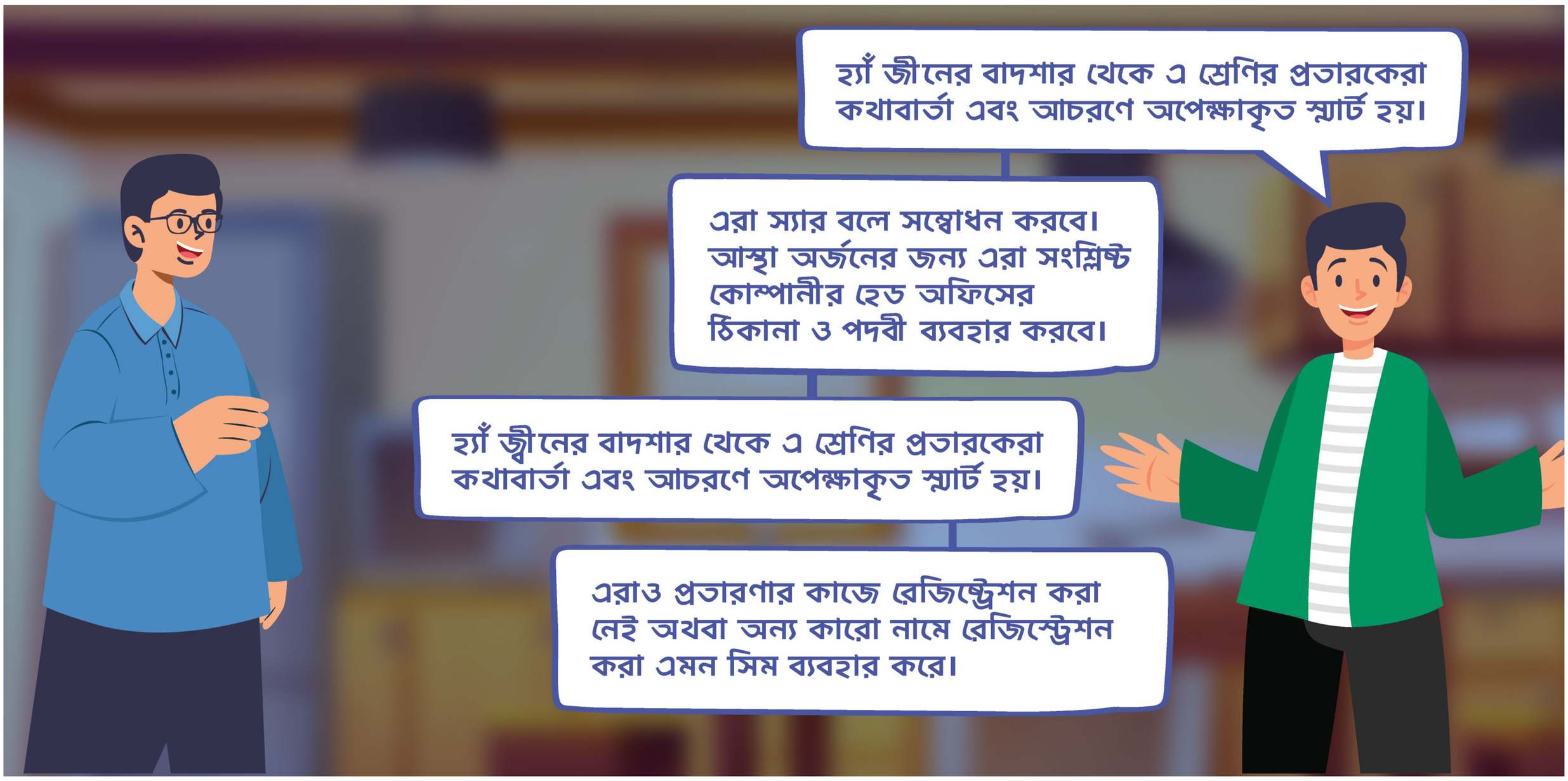
হ্যাঁ জীনের বাদশার থেকে এ শ্রেণির প্রতারকেরা কথাবার্তা এবং আচরণে অপেক্ষাকৃত স্মার্ট হয়।
এরা স্যার বলে সম্বোধন করবে। আস্থা অর্জনের জন্য এরা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর হেড অফিসের ঠিকানা ও পদবী ব্যবহার করবে।
হ্যাঁ জ্বীনের বাদশার থেকে এ শ্রেণির প্রতারকেরা কথাবার্তা এবং আচরণে অপেক্ষাকৃত স্মার্ট হয়।
এরাও প্রতারণার কাজে রেজিষ্ট্রেশন করা নেই অথবা অন্য কারো নামে রেজিস্ট্রেশন করা এমন সিম ব্যবহার করে।

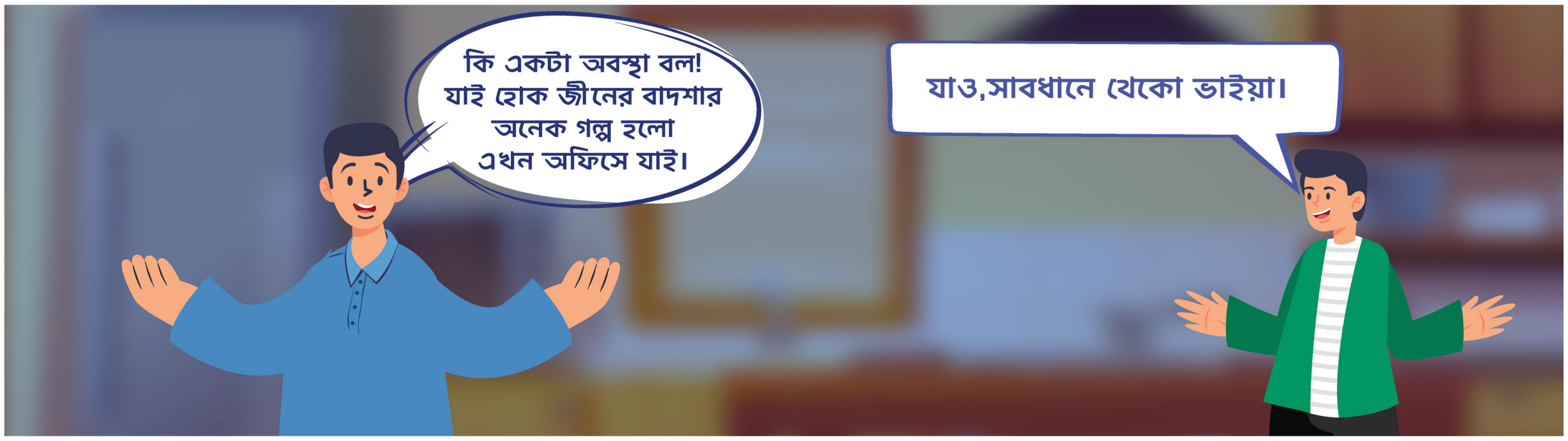
কি একটা অবস্থা বল! যাই হোক জীনের বাদশার অনেক গল্প হলো এখন অফিসে যাই।
যাও,সাবধানে থেকো ভাইয়া।